



(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উল্টের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

সূরা আল-ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৩০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (৩) যা জোড় ও যা বিজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন শুভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃষ্টি হয়নি (৯) এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

(রাঃ) যখন শাম দেশের সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রীষ্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় এবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সঞ্চার করতে পারলেন না। তন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন: এই বৃদ্ধের করণ অবস্থা দেখে আমি তন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে, কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) **وَجُودًا يُؤْمِنُونَ عَالِيَةً كَالْبَيْتِ** আয়াত তেলাওয়াত করলেন।— (কুরতুবী)

حَالِيَةً - শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতঃই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্যে যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না; বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن صَرِينٍ — অর্থাৎ, যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা

কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কটকবিশিষ্ট ঘাস, যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারের কাছেও যায় না।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ — জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী—একথা

শুনে কোন কোন কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটা-তাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও

মর্মস্ফদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালি-গালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا

অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

أَكْوَابٌ مَّرْضُوعَةٌ - **أَكْوَابٌ** শব্দটি

কতিপয় সামাজিক রীতি-নীতি: **مَرْضُوعَةٌ** অর্থাৎ, এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। **كُوبٌ** নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সনিকটে রাখিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের

ময়দানে পৌছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্ব শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি—একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুনহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী—(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির এবাদত শবে কদরের এবাদতের সমতুল্য।—(মাযহরী) হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং **وَالْفَجْرِ وَلَيْلِ عَشْرِ**—এর তফসীর করেছেন। যিলহজ্জের দশ দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : হযরত মুসা (আঃ)—এর কাহিনীতে **وَأَمْسَمَهَا بِشْتَرٍ** বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন, হযরত জাবের (রাঃ)—এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মুসা (আঃ)—এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّعْمِ وَالْوَتْرِ—এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বিজোড়'। এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

الوتر يوم عرفة والشع يوم النحر—অর্থাৎ, وتر—এর অর্থ আরাফা দিবস, (যিলহজ্জের নবম তারিখ) এবং এর ইয়াওমুনহর (যিলহজ্জের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বিজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগত বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন : **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ**—অর্থাৎ, আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তা **هو الله الاحد الصمد**

وَالْأَيْلِ إِذَا تَسَبَّرَ—অর্থাৎ, রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এ পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে বলেছেন : **هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْرٌ لِّذِي حِجْرٍ**—এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই **حِجْرٍ**—এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্যে এসব শপথও যথেষ্ট

কিনা? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফলত থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জওয়াব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু পূর্বপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—(এক) আ'দ বংশ, (দুই) সামুদ গোত্র এবং (তিন) ফেরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামুদ জাতিদুয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামুদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

إِرَامَ ذَاتِ الْعِمَادِ—এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে **إِرَامَ عَاد** শব্দ দ্বারা এবং সুরা নজমে **عَادًا الْأُولَى** শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে **ذَاتِ الْعِمَادِ** - **عمود و عماد** শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের **ذَاتِ الْعِمَادِ** বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : **أَرْحَابًا لَمْ يُغْنِ وَمَثَلًا فِي الْإِيلَادِ**—অর্থাৎ, এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। এতদসঙ্গেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাঈলী রেওয়াজসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে।

বলাবাহুল্য, তাঁরা ইসরাঈলী রেওয়াজেত দৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ **ذَاتِ الْعِمَادِ** কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তরের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এ নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধুলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

ও فَزَعُونَ ذِي الْاَوْتَادِ - ওঁদের বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। অন্য এক তফসীরের বর্ণিত রয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার জুম-নিসীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সর্প বিছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ায় ঈমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ - আ'দ, সামুদ ও ফেরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْأَوْرَادِ - مرصد ও مرصاد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঠাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আযাতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যটিকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহ্য ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়তম ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয়: تَأْتِي الْاِنْسَانَ - আযাতে আসলে কাফের ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নলিখিত ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়—(এক) সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যস্বাভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র। (দুই) আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। এমনভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল, কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্চিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরেকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আযাতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন: كَلَّا - অর্থাৎ, তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সং ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্চিত হওয়ার দলীল নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও ফেরাউনের কোনদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দুর্ভাগ্য করে দিয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নিঃশ্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।—(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে

আছে, আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।—(মাযহারী)

এতীমের জন্যে ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরী: এরপর কাফেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ - অর্থাৎ, তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না, বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সম্মানদের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফেররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যতঃ তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতীমের ন্যায় দয়ার যোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল - وَلَا تَخْضَعُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ - অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের তো গরীব-মিসকীনকে অনুদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَاكُلُونَ الرِّثَاءَ الْاَكْلَاءِ - অর্থাৎ, তোমরা হালাল ও সব রকম ওয়ারিসী সম্পত্তি একত্রিত করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সব রকম হালাল ও হারাম ধন-সম্পদ একত্রিত করা নাজায়েয, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিসী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ওয়ারিসী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা, ভীড়তা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতই তাকিয়ে থাকে, কবে মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّالْحَيَاةِ - অর্থাৎ, তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধন-সম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয়, বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কেয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

إِذَا كُفِتِ الرُّضْ وَكُنَّ دَا - এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেয়া। এখানে কেয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চূরমার করে দেবে। كُنَّ كُنَّ বার বার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কেয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا — অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَيَوْمَئِذٍ يُجَسِّمُ — অর্থাৎ, সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ, সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাঁট দাঁট করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে शामिल হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আত্মিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

تَذَكَّرَ — এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ, কাকের মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা, পরকাল কর্মজগত নয়—প্রতিদান জগত। অতঃপর سَ لِيَلْبَسُنَّ أَثْمَارَهُمْ بِلَيْسَ لِيَلْبَسُنَّ قَدَمْتُ لَيْسَ لِيَلْبَسُنَّ বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সংকর্ষ করতাম। কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াওয়ার সময়। আল্লাহ্ তাআলার পাকড়াওয়ার মত কঠিন পাকড়াও কারও হতে পারে না। অতঃপর মুমিনদের সওয়াব ও জন্মতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

نَفْسٍ مَطْمَئِنَةٍ رَّحِمَةً لِّلنَّفْسِ الْكٰفِرَةِ — এখানে মুমিনদের রহমকে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে আত্মা, যে আল্লাহ্‌র সুরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দ স্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য, মিকর ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে — اٰرْحَمِيْ اِلٰى رَبِّكَ — অর্থাৎ, নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে,

তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মুমিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়ীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاوِيَةً مَّرْوِيَةً — অর্থাৎ, এ আত্মা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বন্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বন্দা আল্লাহ্‌র ক্ষমসালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

فَادْعُوْا اِلٰى عِبَادِيْ — প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বন্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জন্মতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্মতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সং বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জন্মতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সংকর্ষপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জন্মতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : **وَادْعُوْا اِلٰى عِبَادِيْ** এবং ইউসুফ (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : **وَادْعُوْا اِلٰى عِبَادِيْ** এতে বোঝা গেল, সংসর্গে একটি মহানেয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْعُوْا اِلٰى عِبَادِيْ — এতে আল্লাহ্ তাআলা জন্মতে প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'আমার জন্মতে' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্মতে কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয়, বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির স্থান।

সূরা আল-ফজর সমাপ্ত